MARKS
Young Star
FULL CREAM MILK POWDER
Ideal milk powder for 16-40 Yrs

DHAKA MONDAY SEPTEMBER 12, 2016

The Daily Star

www.thedailystar.net
Your Right to Know

REGD. NO. DA 781 | VOL. XXVI NO. 236 | BHADRA 28, 1423 BS | ZILHAJ 9, 1437 HIJRI | 20 PAGES PRICE : TK 12.00

GOODBYE GRETA
Greta Zimmer Friedman, the woman in iconic WWII photo, dies at 92
PAGE 8

EID MUBARAK
The Daily Star
WISHES ITS READERS, PATRONS, ADVERTISERS AND WELL-WISHERS A VERY HAPPY EID.

HOLIDAY

The Daily Star offices will remain closed for three days from today for Eid-ul-Azha holidays. There will be no issue of the newspaper on Sept 13, 14 and 15.

STAY UPDATED 24/7

THE DAILY STAR ONLINE IS ALWAYS ON. VISIT www.thedailystar.net FOR LATEST NEWS

NOTICE

Due to Eid holiday, Lifestyle (Sep 13), Shout (Sep 15), The Star (Sep 16), Star Showbiz, (Sep 17) will not be published. Star Business will resume on Sep 18 after Eid.

Failing to find space inside, people travel on train roof as they are desperate to be with their near and dear ones back home during this Eid. | PHOTO: PRABIR DAS

Eid-ul-Azha tomorrow

BSS, *Dhaka*

The holy Eid-ul-Azha, the second largest religious festival of the Muslims, will be celebrated throughout the country Tomorrow amid due respect and religious fervor.

Dhaka South City Corporation and Dhaka North City Corporation have taken all out preparations for holding Eid congregations at different Eidgahs, playgrounds and mosques.

More than 400 Eid congregations, including one in the National Eidgah, will be held in areas under the two city corporations.

As many as 228 Eid congregations in Dhaka South City Corporation area and 180 Eid congregations in Dhaka North City Corporation will be held.

SEE PAGE 2 COL 1

1.8m Muslims perform hajj

AFP, *Mount Arafat*

The hajj reached its high point yesterday when Muslims from across the world converged on a stoney hill in Saudi Arabia, a year after the worst tragedy in the pilgrimage's history.

More than 1.8 million gathered from sunrise at the hill and a vast surrounding plain known as Mount Arafat, about 15 kilometres from Makkah.

SEE PAGE 2 COL 2

Fire death toll 29

Bodies under rubble unreachable for rescuers; 9 workers missing after Tongi factory disaster

JAMIL MAHMUD, MD FAZLUR RAHMAN *and* ABU BAKAR SIDDIQUE, *Gazipur*

Four more bodies were pulled out of the rubble of Tampaco Foils Ltd factory in Tongi yesterday, raising the death toll from Saturday's inferno to 29.

Around 5:30pm, fire fighters and rescue workers pushed hard to douse the flame completely and looked for survivors under the debris of the four-storey building in the BSCIC industrial area.

The four bodies were found in the eastern part of the collapsed building around 6:30pm, said SM Alam, deputy commissioner of Gazipur.

Identity of the victims could not be known immediately.

Nine factory workers are still missing, Executive Magistrate Fatematuz Zohara told this newspaper, adding that family members registered their names as missing.

Earlier in the day, Ripon Das, a survivor of the fire, died from burn injuries at Dhaka Medical College Hospital.

On Saturday, 24 bodies were recovered after the fire broke out at the packaging factory around 6:00am, minutes before the

SEE PAGE 2 COL 2
PHOTO ON PAGE 16

A task almost impossible

Only 6 inspectors for 5,500 factory boilers

SARWAR A CHOWDHURY

It would be surprising to learn that only six inspectors are in charge of examining and certifying around 5,500 registered boilers across the country a year, which is an undoable task for them.

The issue has come to the forefront after Saturday's devastating fire at a packaging factory in Tongi BSCIC industrial area. As of the filing of this report, the fire at Tampaco Foils took at least 25 lives.

SEE PAGE 2 COL 2

AZIMPUR MILITANT DEN

Jahid's wife left days before raid

Police say she took her younger daughter, left behind the elder

STAFF CORRESPONDENT

Jebunnahar Shila, wife of Major (retd) Jahidul Islam, had left the Azimpur militant den with her one-year-old daughter four days before Saturday's raid.

Police say they came to know this after talking to Shila's six-year-old daughter whom she had left behind and other suspects caught from the den.

Law enforcers have been hunting Shila as a key militant suspect.

Jahid, who officials say was the military commander of "Neo JMB" and

SEE PAGE 2 COL 5

রাজস্ব উন্নয়নের অক্সিজেন

জনকল্যাণে রাজস্ব

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
অর্থ মন্ত্রণালয়।
www.nbr.gov.bd

আসন্ন পবিত্র ঈদ-উল-আযহা উপলক্ষে দেশপ্রেমিক সম্মানিত করদাতা ও জনগণকে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের পক্ষ থেকে ঈদের আন্তরিক শুভেচ্ছা

ঈদ মোবারক

সম্মানিত করদাতা,

আসসালামু আলাইকুম। পরম ত্যাগের মহিমায় উদ্ভাসিত ঈদ-উল-আযহা। আসন্ন পবিত্র ঈদ-উল-আযহা উপলক্ষে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের পক্ষ থেকে দেশপ্রেমিক সম্মানিত করদাতা ও জনগণকে জানাই 'ঈদ মোবারক'। পবিত্র ঈদ-উল-আযহা অর্থাৎ কোরবানীর ঈদ মূলত: স্রষ্টার উদ্দেশ্যে আমাদের প্রেম, ভালবাসা ও আত্মোৎসর্গের আনন্দ। একজন প্রকৃত মানুষ হিসেবে মহান সৃষ্টিকর্তার প্রতি আমাদের যেমন অনেক দায়িত্ব আছে তেমনি রাষ্ট্রের প্রতিও আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য আছে। রাষ্ট্র তথা দেশের উন্নয়ন ও মঙ্গল কামনা প্রত্যেক দেশপ্রেমিক ও সচেতন নাগরিকের অন্যতম দায়িত্ব ও কর্তব্য । তাহলে যদি আমরা দেশের উন্নয়নের কথা চিন্তা করি সেটি কিভাবে হতে পারে? দেশের একজন সচেতন সুনাগরিক হিসেবে অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল নিয়ামক তথা প্রতিটি নাগরিকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যথাযথ পরিমাণ রাজস্ব তথা শুল্ক, ভ্যাট, আয়কর ও অন্যান্য কর সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করে ত্যাগের মহিমায় আমরা আমাদের নিজেদেরকে উদ্ভাসিত করতে পারি। রাজস্ব পরিশোধে সকলকে উদ্বুদ্ধকরণ, কর প্রদানে জনসচেতনতা তৈরী ও কর-বান্ধব পরিবেশ তৈরীতে আপনাদের ভূমিকা সব সময়ই প্রশংসনীয়, যা জাতীয় রাজস্ব বোর্ড সর্বদা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছে।

সম্মানিত করদাতা,

দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতির চালিকা শক্তি হলো অর্থ। আর এই অর্থ সরকার আহরণ করে রাজস্বের মাধ্যমে। আমাদের বাঁচার জন্য যেমন অক্সিজেন প্রয়োজন তেমনি দেশের উন্নয়নের অক্সিজেন হলো রাজস্ব। আমরা যে রাস্তা দিয়ে চলি, আমাদের ছেলে-মেয়েরা যে স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করে, যে হাসপাতালে আমরা স্বাস্থ্য সেবা নিই, এ সব তৈরী করে রাষ্ট্র তথা সরকার। আর এসব নির্মাণের অর্থ আসে রাজস্বের মাধ্যমে। আমাদের উপার্জিত অর্থের একটি অংশ রাজস্ব আকারে রাষ্ট্রকে দেওয়া আমাদের কর্তব্য। তাই দেশের সার্বিক উন্নয়নের জন্য কর প্রদানে সক্ষম সকলকে এগিয়ে আসার জন্য ও উন্নয়ন কর্মকান্ডে অংশ নেয়ার জন্য উদাত্ত আহবান জানাচ্ছি। আমাদের সম্মানিত করদাতারা এবং সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সহকর্মীরা বিভিন্ন এলাকা সফরকালে নিয়মিত আয়কর, ভ্যাট ইত্যাদি প্রদানের ব্যাপারে জনগণকে সচেতন করতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে সহায়তা করতে পারেন। বর্তমানে বাংলাদেশে উন্নয়নের যে বিশাল কর্মযজ্ঞ ও অগ্রযাত্রা শুরু হয়েছে তার গতি সমুন্নত রাখতে আসুন আমরা সবাই সরকারের হাতকে আরো শক্তিশালী করি এবং আমাদের প্রদেয় কর যথাযথভাবে পরিশোধ করে বাংলাদেশের উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হই।

সম্মানিত করদাতা,

বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহের চিত্র পর্যালোচনা করলে দেখা যায় ১৯৭২-৭৩ অর্থবছরে এনবিআর কর্তৃক রাজস্ব সংগ্রহের পরিমাণ ছিল মাত্র ১৬৬ (একশত ছেষট্টি) কোটি টাকা। প্রায় চার দশক ব্যবধানে ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে সম্মানিত করদাতাগণের স্বতঃস্ফূর্তভাবে রাজস্ব প্রদানে এগিয়ে আসার কারণে এনবিআর লক্ষ্যমাত্রা অতিক্রম করে ১,৩৫,৭০১ (এক লক্ষ পয়ত্রিশ হাজার সাতশত এক) কোটি টাকা রাজস্ব আদায় করেছে, যা ১৯৭২-৭৩ অর্থবছরের তুলনায় প্রায় ৮২৩ গুণ বেশি। ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের জন্য নির্ধারিত রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা ১,৫০,০০০ (এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) কোটি টাকার বিপরীতে আদায় করেছে ১,৫৫,৫১৯ (এক লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার পাঁচশত উনিশ) কোটি টাকা, যা লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় ৫,৫১৯ (পাঁচ হাজার পাঁচশত উনিশ) কোটি টাকা বেশি। রাজস্ব আদায়ের প্রবৃদ্ধির হার ১৪.৬০%। এ বিশাল অর্জনে দেশপ্রেমিক সুনাগরিক হিসেবে আপনাদের সহযোগিতা ও অবদানের কথা এনবিআর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছে। একইসাথে এনবিআর দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে করদাতাগণের অকুণ্ঠ সমর্থন ও সহযোগিতার ফলে চলতি ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরেও সার্বিক রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা ২,০৩,১৫২ (দুই লক্ষ তিন হাজার একশত বায়ান্ন) কোটি টাকা অতিক্রম করা সম্ভব হবে, ইন্‌শা আল্লাহ।

তাই আসুন আমরা জাতীয় স্বার্থে যার যার অবস্থান থেকে রাষ্ট্রকে রাজস্ব প্রদান করে উন্নয়নে শরীক হই। পবিত্র ঈদ-উল-আযহার প্রাক্কালে আপনার ও আপনার পরিবার-পরিজনের নিরাপদ ভ্রমণ, সার্বিক মঙ্গল ও সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করছি।

"সবাই মিলে দেব কর
দেশ হবে স্বনির্ভর"

"উদ্ভাবনে বাড়বে কর
দেশ হবে স্বনির্ভর"

LET'S KEEP OUR CITY CLEAN

Over **20,000**-tonne waste to be produced

HAZARDS

- Environment pollution from putrid blood and entrails
- Germs from cattle waste may cause respiratory complications, fever, diarrhoea

DON'T

- Throw waste anywhere other than in the bins
- Throw horns, teeth, bones, hooves out in the open
- Let blood clot in the open

DO

Take cattle to designated slaughter sites

Put waste in sacks, dump it in bins

Wash away blood

Spray bleaching powder at slaughter spots

CITY CORPNS TO PROVIDE AT SOME DESIGNATED SITES

- Sheds for protection from rain
- Imams, aides to perform sacrifice
- Water, bleaching powder, sacks

20,000 tonnes of animal waste needs to be removed in city

Removal of waste pledged within 48 hours of Eid

6,233 slaughtering sites at 11 cities, districts towns

547 slaughtering sites in DNCC, 583 in DSCC

People mostly unaware of designated slaughtering sites

No distribution of plastic waste bags in many localities

824 Imams, 755 butchers to be available on payment

2.6 lakh animals to be slaughtered in DSCC, 1 lakh in DNCC

2.85 lakh animals to be slaughtered in Chittagong, Sylhet, Khulna, Rajshahi, Rangpur, Barisal, Gazipur, Narayanganj, Comilla

CLEANLINESS IN EID-UL-AZHA

Waste disposal a big challenge

TAWFIQUE ALI, HELEMUL ALAM *and* MAHBUBUR RAHMAN

Tomorrow is Eid-ul-Azha but the authorities of the 11 city corporations in the country were yet to launch a comprehensive public awareness campaign on the management of waste of sacrificial animals.

Last year, the two city corporations in the capital had launched the awareness campaign much earlier, urging people to slaughter animals only at the designated places. Still, there was some mismanagement and many did not respond to that call, said city dwellers.

Preparations for waste management during this Eid seem scanty and people are not aware, they said.

Babul Hossain, who lives in Mirpur, said he neither heard about any waste management campaign nor know about any designated place for slaughtering animals.

Also, he said he could not sacrifice his animal on the designated spot last year as the place was not suitable for slaughtering.

However, Khaleda Bahar Beauty, councillor for reserved seat for women (Gulshan, Banani, Mohakhali and Badda areas), said last year's awareness drive helped.

But it is true, she said, the public awareness programme this year has not been "comprehensive".

According to an August-11 meeting of the city corporations mayors and other high officials at the local government, rural development, 6,233 sites were designated under eleven city corporations and district towns for slaughtering animals.

Of them, 2,943 were in the 11 city corporation areas, including 567 in the Dhaka North City Corporation and 583 in Dhaka South City Corporation.

"There is some inconvenience of slaughtering so many animals at a time at a particular spot and I am not sure how exactly it could be done," said Beauty.

It requires a lot of manpower and equipment, including mats, rugs and chopping knives, at a time, she said, adding that taking the meat back home sometimes becomes troublesome.

So, the practice of slaughtering animals at building premises would not go away and that is why the city corporation authorities have to teach people how to take care of the blood and waste safely, hygienically and efficiently.

The instructions given to city corporations and municipalities at the August -11 meeting, chaired by the LGRD Minister Khandker Mosharraf Hossain,

SEE PAGE 11 COL 1